জগৎজোড়া দুঃখের দিনে কিছু কথার ছবি, কল্পনার রঙিন সাক্ষ্য নিয়ে দূর থেকে বাংলা দেশে উপস্থিত হলাম। জানি, কবিতার গীতপরিচয় আজ যথেষ্ট না মনে হ'তে পারে। অথচ শিল্পের ধর্ম শিল্পিত হওয়া : ভাষার শ্রুতি। তীব্র ঘটনার যোগে লেখকের বিশেষ প্রতিশ্রুতি তা-ও লিরিকে ঢাকা রইল, নতুন বাংলার পাঠক-পাঠিকা ধ্বনির সঙ্গে সেই বেদনাকে বিদ্রোহী মানসে মিলিয়ে দেখবেন।

রূপ-সনাতনের যাত্রাপর্ব এই দূরাঞ্জলির কাব্যে যোগ হয়েছে। বিসর্জনের পালা শেষ হয়নি, এখনো পুবো তার যজ্ঞ প্রজ্বলিত ভুবন-ডাঙায়। সঙ্গে-সঙ্গে সর্বনামের দল দেশে-দেশে জেগে উঠেছে যাদের বিপ্লব অন্যপন্থী। কিন্তু হেঁয়ালি নাট্যের কোনো সদুত্তর এই ভূমিকায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বইয়ের নাম 'হারানো অর্কিড'। শিকিমে অপর্যাপ্ত গিরিসংকট এবং শীততুষারকে পরাস্ত ক'রে অবর্ণনীয় অর্কিড-পুষ্পের বিস্তার ; গ্যাংটকে হিমালয় পরিবেশে দেখেছি সেই অপ্রতিহত বীর্যের প্রতীক। আনন্দলহরী। কোনো শক্তির সাধ্য নেই তাকে ধ্বংস করে। আহত পুড়ন্ত ভিয়েৎনামের অরণ্যে চোখে পড়েছিল অনিন্দ্যসুন্দর বিজয়ী অর্কিড, গাছের ডালে জড়ানো, বর্বর সংঘর্ষের ঊর্ধ্বে। কোনোদিনই হারাবে না। পশ্চিম দেশের ফুলের দোকানে দেখেছি নানাদেশী অর্কিড কিনে কত যত্নে লোকে বাড়ি নিয়ে যায়, হৃদয়ের তারুণ্য জাগিয়ে রাখে। আখ্যায়িকায় ঐ নাম চয়ন করা গেল।

বইয়ের আরেকটা নাম হ'তে পারত : দূরের সাক্ষী।

অমিয় চক্রবর্তী

সূচিপত্র

১

২

চিন্তিত মানুষ

"এবারের দিনচক্র প্রতিহত মাধুরীর ভারে
যখন একলা বুকে শেষ হয় আহ্নিক সন্ধ্যায়,
আকাশ বলে না কথা, সোনার গম্বুজে
গলির কোনার বাড়ি উদ্ভাসিত ডাকে না বন্ধুকে,
সবুজ দরজা নিরুত্তর—
মাথা নেড়ে বলি, এই, এই তো হয়েছে পৃথিবীতে।

"কতদিন ধ'রে হ'ল।
প্রবল আকুল বাসনায়
ধুধু করে প্রাণ, সেই দাহে
ইতিহাস দর্জা খুলে ধুলো-পথ দেখায় মিশরে
পিরামিড ছায়ায় প্রাচীন
যুবা ব'সে আছে নীল নদীর ওপারে কাকে চেয়ে,
অনাত্মীয় শস্যক্ষেতে রুথ সেই কান্নাচোখে চলে
জুডিয়ার নির্বাসিতা নারী,
সব গেছে ঘরহীন তার ;
চৈন কবি লয়াং-এর শৈলগুহাগাত্রে হাত রেখে
চিন্তিত মানুষ,
প্রেয়সীর স্পর্শরূপ চন্দ্রমা-তৃষিত বক্ষে নিয়ে
ঐশ্বর্য যুগের এশিয়ায়
ক্ষুধার্ত যৌবনভারে ডুবে আছে,
চুম্বন কম্পন শিরা, আরো বেশি ঐকান্তিক
সত্তার সমগ্র মেলে ভাবে পরমাকে
চেকুয়ানে যে গিয়েছে যুগ জন্ম পরপার ;
এই হয়েছিল, শোনো, কত দিন ধ'রে হ'ল,
মানুষ, তোমার ভাগ্যে।

"অতখানি পূর্বলেখ প্রথমে দুঃসহ ধারণায়,
পরে তারি সখ্যতা বিরহপাত্রের উছলিত
তৃষ্ণার অতীত সুধা দাও তুমি, হে প্রেয়সী,
কারুণ্যে নিঃসঙ্গ মাঙ্গলিকে ;
নিয়েছি তা বন্ধ দরজায় ;
চলেছি গলির পথে সোনার গম্বুজ পার হ'য়ে

"মুক্তি-পথ আছে, ভ্রামণিক,
দূরে চ'লে গিয়ে পাওয়া ;
পাঠালে সে বিশ্ব-দ্বারে, হে সুন্দরী।
রেঙ্গুনে বিরাট শান্ত পাথর চত্বর
নির্নিমেষ বৌদ্ধ ধ্বনি, রঙিন প্রবাহ
সোয়ে-ড্যাগনের পাশে, সিঁড়ি বেয়ে
জনস্রোত অচেনায় দিলে পূর্ণ দান।
ফ্লরেন্সে ব্রিজের কাছে দাঁড়াই প্রবাসী থাম ধ'রে
বিয়াত্রিচে-লগ্ন চোখে, কফি খাই শেষে
পাশের কাফেতে ব'সে, ফিয়েজোলে ঊর্ধ্বে মেঘে গাছে
স্বর্গবাস আভাসিত—
দেখি বন্ধ জানালায়।

"মরুধ্যান আবাদান, নির্মম বালির ছুরি কাটে
কঠিন সমুদ্রনীল, উট-ঘণ্টা ধমনীতে ;
তৃপ্তি পাই রৌদ্রপ্লেন তাতে চ'ড়ে
কল্পনায় ফিরে-আসা, জানি না কোথায়।
কত বড়ো এ-প্রতীক্ষা, শবরীর জীবন-দাহন
আমি, নর, মানি তার হ'য়ে দিনে-দিনে
দ্বীপান্তরে গিয়ে সারা দীর্ঘ বেলা দাঁড়াই যখন
প্রশ্নচিহ্ন নারিকেল ক্রন্দন-উদ্বেল কিনারায়,

অতলান্ত ঘেরা ক্ষুদ্র গ্রেনাডিনে
পশ্চিম ইণ্ডিসে।

"ঘরে-ফেরা হাওয়া
সিন্ধু-শকুনের শাদা পাখার চঞ্চল প্রতীকে,
ক্লান্তির কপোল ছোঁয় ;
হয়তো তীরে বাড়ি নেই, তবু ভরসায়
ভালোবাসা পায় ঘর।
সুখী হওয়া প্রাণ সুখে, হৃদয়ে যেমনি লগ্ন হোক্,
মানুষ তোমার ভাগ্য এই,
বসুন্ধরায়।

"যেখানেই থাকি তাই বার্তা পাবে, চির-আকাঙ্ক্ষিতা,
দিয়েছ শূন্যতাপূর্ণ চক্ষের আহ্বান
সর্বকাল পথিকের চিরলোকে ;
পেয়েছ প্রণতি,
অলিভ-বন্দিত তট স্বর্ণছাত গলিতে তোমার॥"

ওড্

সঙ্গহীন দেবদারু আর একা আমি
অবাক দেখছি চেয়ে সূর্যসঙ্গ পেয়ে,
রাত্রির কিরীট।
হে উদিতা,
দ্যুতিকন্যা, ওগো ভোর, কোমল আলোর ভোর
ওগো আমাদের জাগরণ,
দাঁড়ালে উত্তর গিরি ক্যানাডায়
বিদীর্ণ সমুদ্র বেগ্‌নি আগুন আঁচলে—
আকাঙ্ক্ষিতা, চুলে রাঙা জবা,
চিরপ্রস্ফুনিত তটে বসন্তবেলার
প্রশান্ত সাগর ঊর্মিঘেরা ॥

সঙ্গহীন আমি আর একা দেবদারু—
একজন পথ-চলা, অন্য ঐ মর্মরিত বনে,
বাকি দীর্ঘ দাহে গাঁথি অবতরণিকা
প্রথম দেখার দিনশেষে।
দূরের হিমাদ্রি লুপ্ত মেঘে,
সৌধদ্বীপ লাল টালি, গুরুদ্বার গির্জাচূড় গ্রাম,
স্টীমারের শব্দহীন গতিময়
জলচ্ছবি,
ভিক্টোরিয়ার যাত্রী-চোখে
তরঙ্গিত অশ্রু-দোলে দুই তীর ডুবে-ডুবে যায়
জীবনসন্ধ্যার কূলে;
পূর্বতটে চেয়ে দেখি ঝুঁকে
হে বন্দিতা,

প্রত্যাশার পারে ফিরে আসো,

চুলে রাঙা জবা—

ওগো ভোর, দ্যুতিকন্যা, কোমল আলোর জাগা ভোর ॥

ভ্যানকুভর— ভিক্টোরিয়া
জুলাই ১৯৬২

দিনযাপন

সামনে ছায়াচক্র মেলে
ঝাউ আছে চেয়ে
রোদ্দুর পোহায়।
ভাবা নেই, হওয়া আছে, কী হওয়া জানে না
কে-ই বা তা জানে,
নীল শামিয়ানা স্বচ্ছ, কম্পিত সীমায়
মেঘ-লাগা বায়ু
তাই ছুঁয়ে আরো বেশি ঝাউ হওয়া।
মাটির আকর্ষ, মজ্জা, মাটির শিকড়,
তরঙ্গিত তন্দ্রাবেগ তারি দোলে ঊর্ধ্বে জাগা
বৃক্ষ ধারণায়,
স্বর্ণশ্যাম পুষ্পপত্র বনের কিংখাবে
ঋজু ঝাউ ছায়াচক্র মেলে চেয়ে আছে

বাঁকা ডাল সেও ঝাউ, পাতা ঝাউ
ঝিরিঝিরি সমীরিত,
বৃন্ত ফল শুষ্ক ঝরা ঝাউ,
পাখি-ওড়া আশমানি বাঁশি-বাজা দূর,
ফাগুনে চাঁদনি রাত, মৌসুমী শ্রাবণ
ঝলমল, ঝরঝর, স্তব্ধ ঝাউ।
নিপুণ তারার জালে শাখাব বিন্যাস,
অন্ধকারে ঝিল্লিপাড়ে গাঁথা ঝাউ
সমাহিত ॥

কাঁসারি শাঁখারি গ্রামে, ধুনুরি তাঁতির
কাজে ভরা কত শব্দ, খায় খিলি-পান
বাজারিরা হাটে ঘরে, গল্পের কিনারে

ধীরে-ধীরে গাঢ় বেলা, ম্লান আলো
দিনের খিলানে ;
সমস্ত আকাশ ধুনো গোধূলিতে
তিসি তিল কচি ধান ঘুঁটে-পোড়া ধুলো ওঠা
এক ধোঁয়া ;
বন-ঝাউ ছিল প্রতিবেশী—
কাঠ তার তক্তা হ'ল, ডাল কাটা পুড়বে উনোনে ,
হঠাৎ সহস্র দিন শেষ যেন এক লহমায়,
মিশ্র সন্ধ্যারাত্রি আজ ছায়াসাক্ষ্যহীন।
খোয়াই খয়ের রঙ, রাঙা দিগ্বলয়
চতুর্দিকে নবজাত বৃক্ষের সমাজ ॥

বুনো সংসারে

শাখামৃগ :

“তপ্ত আদিম বনকন্যা

হে বানরী

নর্তিত অবাধ চোখ, কোমল লোমের লেজ নেড়ে

ভীত ক্ষুব্ধ উঁচু ডালে সহায়তা লোভে চেয়ে থাকো

প্রাণের খেলায় ডাকো

সঙ্গীকে—

আমি সেই নর, এখনো বানর।

প্রবল বাদামি বন্য

শিহর-শরীরে, শ্যামরক্ত জ্বলে গাছে,

নিচে জলে আছে

কচ্ছপ, ঠাণ্ডায় প্রাণ পেতে—

লঙ্কা লাল, কাকাতুয়া, জংলি মেঘ-ঘন জামরুল

কামরাঙা ঝোলে শাখে, টাটকা ঝরে আগুনি শিমুল,

পেয়ারা আতার ফল নখে পেড়ে

জীবময় তুমি ওঠো মেতে

—জানি সে-ভঙ্গিকে।

বানর, বানরী

প্রত্যাশার লগ্নে দূর কী বুঝেছি, সহচরী,

নরহীন শস্যহীন রাস্তাহীন মাটি

তবু সে অদৃশ্য পথে হাঁটি’

বাঁচা-মরা আয়ুকাল কবে শুরু হয়েছে সকালে—

শাদা বলদের জোড়া মেঘদল চষে

আকাশ যেমন, কালে-কালে

শূন্যের নিকষে

ফোটে বর্ষা রোদ, জন্মে গুল্ম পত্রজালে

বনতলে পুষ্পে পঙ্কে কুঞ্চিত অগণ্য জন্তু কীট,

শামুকে অঙ্কুরে শুক্রে অনাগত প্রাণের কিরীট
ধরে যৌন জৈব ধন—
হাড়ে মাংসে মনোময় ক্রমিকের বিস্তীর্ণ চেতন।
তুমি এরই মধ্যে আনো শিশুকান্না, মাতৃস্নেহরস
হে মর্কটী, বাহু ঘেরে দাও মুগ্ধ অমৃত পরশ—
ডালে-ডালে আমি ঘুরি, খুঁজি ঘর, পশুর তুরাশা
অন্ধবহা দীপ শুধু, পাঁজরা-পোড়া অগ্নি, নর-তেজে
কবে সেই প্রদাহের ভাষা
স্নিগ্ধ হবে তু-জনার সংসারে ঘরের ঘণ্টা বেজে ॥"

শাখামৃগী :
"বানরী তোমার, তবু গ'ড়ে তোলো অর্ধনারীশ্বরী।
তুমি হবে ঢাকমুখ হনুমান
তারি শিষ্য, রাবণের অরি
পর্বতপ্রমাণ ;
নতুন অধ্যায়
অযোধ্যায় ;
হঠাৎ দণ্ডকবনে হানে বিঘ্ন প্রলয়-আঁধারে—
তার পরে কোথা হ'তে হনু-মহাবীর
প্রবল হুংকারে
সীতা সাধ্বী লক্ষ্মী তাঁকে বাঁচাবে লঙ্কায় লম্ফ দিয়ে,
বানর-সৈন্যেরা যাবে দলে-দলে সঙ্গ নিয়ে,
রঘুপতি পদে শেষে নতশির ;
নরোত্তম নরোদ্ভব সেই দিন
নর নারী বানর বানরী
আদিম প্রাচীন
যুক্ত হব নবজন্মে, সে-স্থিতির ছবি
তাই আজই দেখি বুকে ; অপ্রাকৃত মধু
পেয়েছি তু-জনে বনে মহুয়া সন্ধ্যায়,

আসন্ন নন্দিত

তোমার দৃষ্টিতে জানে এ বানরী-বধূ

শৈবভাব বিল্বপত্রে, বৈষ্ণবী জাহ্নবী—

শুনি ভবিষ্যের হাওয়া ব'য়ে যায়

বসন্তের নামাবলী মৌমাছি-বন্দিত।

ভয়াকুল প্রাণে-প্রাণে ক্ষুধা শঙ্কা, তারো বেশি

আগামীর তৃপ্তি ঢেকে রাখে

কদ্বেল কাঁঠাল জাম জলাবর্ষা ঝিল্লিডাকে।

মুক্তির অন্বেষী

লাফে-লাফে চলো যাই প্রাণতীর্থে মন্দিরে কানাচে

—যাত্রীরা বুঝবে না শুধু চাল-কলা দেবে ঠোঙা জুড়ে

জুটো বানরের দিকে দয়ার প্রসাদ ছুঁড়ে—

বুনো শিশু দু-জনার দূরাগত শোনে ঐ গাছে

আদি বাল্মীকির কথা, কৃত্তিবাস যে-কাহিনী ভনে—

ঠাঁই যেন পাই সবে ত্রাণ সেই বিশ্বরামায়ণে॥

নাচঘরে

পুরোনো পশমিনা মুখ আঠারোর করুণায়
অলিভ-লাবণ্য রঙ, ঝর্না চুল,
হ'তে পারত কিয়োটোর, মৃত্ন সাহসিকা,
আভিজাত্য সহজ শিল্পিত
প্রত্যেক ছুঁচের রিপু বাক্যে বেশে গাঁথা
পুরুষানুক্রমে,
কটাক্ষের কালো দ্যুতি সাক্ষ্য দেয় যুগান্তের
ভ্রমরিত , মার্কিনেরি—
(পশ্চিম প্রশান্ত তীর থেকে ।)
সঙ্গে নীল জীন্-পরা শক্ত যুবা
মেক্সিকো-মূরিস্-স্পেন ? টেক্সাসের,—
ঘনদৃষ্টি সহাস্য উদার,
নিয়ে চলে সঙ্গিনীকে বহুমূল্য রত্নমালা
নৃত্যঘরে ,
ছাত্র ওরা অকিঞ্চন, যৌবনরাজ্যের ধনী,
.আগ্রহের কণ্ঠস্বর,
হীরের বিদ্যুৎ ঠেকে দু-জনের চোখের যাত্রায় ॥

রবিবার

কোনো ধর্ম-ঘরে ওরা যায়নি, নিভৃতে
বাসন্তী নিভৃতে
চেয়ে আছে আড়-দৃষ্টি স্থপুরিবাগানে
আলোর বাগানে
খঞ্জ মানুষ ঐ বেহালা বাজায়—
ডোবানো বোধের স্থধা ওরা বুঝি পায়
নিবিষ্ট জলের তলে তুমুল ইঙ্গিতে ;
শুধুই প্রত্যাশা-খোলা চোখে-চোখে জানে
দু-জনায় জানে,
চেয়ে-চিন্তে কল্পনায় ধরে বিশ্বরূপ
—সে-ধর্মে কোথায় চাবি, হারানো কুলুপ-
দেখা-বিন্তি খেলে তারা চায় না তুরুপ ॥

বিচিত্র সংসার

(বিদেশী)

"যেখানে ছিলে না কখনো
সেই ঘরে
দিনে-দিনে ক্ষুধার অক্ষরে
মানে নেই কোনো
চেয়েছি তোমায় বুকে ভ'রে।
কত বছরের পরে এসে
দেয়ালের ডোরা-নকশা ফুল-নীল
পুরোনো সুবাস-শিশি রকে
একার সে-ঘরে পাই শূন্যে মিল ;
আলমারিতে কিছু অন্য বই,
কিছু স'রে-যাওয়া আর ঠিক একই মেশে
চেনার পলকে।
হঠাৎ চেয়ারে ব'সে তবু তৃপ্তি পাই—
এই চিঠি রেখে যাই।"

(বিদেশিনী)

"ও-ঘরে যাইনি আমি, দূরত্বের
স্রোত আর সময়ের খেয়াপার
হ'ল সে চক্ষের জলে, এ মন শরীর
তোমারি আপন ছিল, আছে,— দৃষ্টি-ঘের
পায়নি প্রত্যেক দিন রান্নাঘরে, টেবিলে তোমার
পাশে এসে বই-পড়া, দূরে চাওয়া স্থির
সান্নিধ্যের, তবু জপে জেনেছি সংসার।
তুমি চ'লে গেছ আজ পেয়েছি তোমার শেষ লেখা,
যে-ঘরে কেউই নেই তার বন্ধে দু-জনের দেখা॥"

(প্রতিবেশী)

"একক পাহাড়তলি, রঙা শূন্য মেঘে গাঁথা,
দুপুর নিবিড়,
পাড়ার শিশুর ভিড়
আইসক্রীম-গাড়ি ঘিরে খুশি হাত-পাতা,
হাওয়ায় পিয়ানো-ধ্বনি, ফুলের আবির :
এই পরিবেশ ছিল সেদিনেও বসন্তবেলার—
যে-ঘরে মেলেনি ওরা, তারি ঐ দেখ খোলা দ্বার ॥"

দূরে-ফেরার দিন

সেখানে সে ভোর-লাগা আকণ্ঠ সবুজ ভর্তি গ্রামে
সম্পূর্ণ আপন তবু অচেনার বাঁকে
তৃপ্তি-নদী তীরে থাকে ,
বাংলার হাওয়ায় আগমনী
পুজোর আগেই শোনো কালাংড়া সানাইয়ে তারি ধ্বনি—
আশ্বিনের চুলে তার স্বরমাল্য সোনায় পরানো,
ভ্রূ-রেখায় নত চোখে লাবণ্য ঝরানো,
কারুণ্যে কাজল দৃষ্টিমণি ।
অচিহ্ন অবনী-পারে অন্তলীন
যে-মুহূর্তে তার কাছে আসি,
ঘরে-ফেরা দিন
দূর-দূর কোটি স্তর
দূর-দূরান্তর
অসংখ্যের দিন-সংঘে হারায় দিগন্তে পরবাসী ;
মূর্তি তার অশ্রুমেঘে
পল্লীপথে বুকে জেগে
প্লেনের কম্পিত ছায়াপটে
গঙ্গার দেউল আঁকা তটে
এ-জন্মের শেষ চাওয়া ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নিয়ে চ'লে যায়,—
এক বেষ্টনীর নীল সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটায় ॥

ঐকান্তিক

কত মানুষের ব্যথা পুঞ্জ হ'য়ে মেঘে
আকাশে ঘনায় উদ্বেগে।
গ্রামান্তের রুদ্ধ বুকে কার কাঁদা,
মর্মান্তিক মৃত্যু-বাধা,
জলে ঝড়ে ডোবে নৌকো কত,
অনশন মাঠে আর্ত লক্ষ শত ;
তার পরে মেঘ উড়ে যায়,
শ্রাবণ-বর্ষণ-রাত যেমন পোহায়।
ফিরে রোদ নামে বাংলা গ্রামে
নতুন শিশুর প্রাণ, নববধূ জাগে এ-সংগ্রামে ;
কারো ধান হয়
কারো অতিক্রান্ত শোকে মুছে যায় পুরোনো সময়।
কর্মের কঠিন দিন ভরে,
আবার জীবন চলে ঘরে-ঘরে ;

তবু সামনে ক্ষুদ্র খেয়াঘাটে
দূরে কে দরিদ্রা মেয়ে, ঘরনী সে, ভাগ্যের ললাটে
একদৃষ্টে কাকে খোঁজে, গাছের গুঁড়িতে হাত রেখে,
কে যেন আসবে ফিরে, আশাহীনা চেয়ে দেখে—
তখন আবার ধীরে চলন্ত স্টীমার থেকে ভাবি
জ্বালাবে একাকী দীপ নিত্য সে কি অন্ধকারে নাবি'—
তারি শিখা মহাসূর্যবিশ্বের গগনে
স্রোতে-ভাসা সৃষ্টিলোকে কেউ কি নেবে না নিজ মনে॥

বরিশাল-খুলনা
১৯৪২

তাজমহলের সন্ধ্যা

বিরহের দূরাকাশে হৃদয়-পাথরে গড়া শুভ্র শূন্য স্মৃতির মন্দিরে
অগণ্য যাত্রীর পথে শেষপ্রান্তে আসি একা প্রেমতীর্থে যমুনার তীরে।
জনে-জনে ব'হে আনি নিরালা ধেয়ান বুকে পৃথিবীর মৃত্যুর গভীরে॥

সারি-সারি স্তব্ধ গাছ, প্রসন্ন তোরণ পারে থামি এসে বিবল ব্যথায়
অনন্ত হৃদয় সাক্ষ্য মহাকাল চিত্রার্পিত তন্ময়ের মূর্তি লাগে গায়,
স্বপ্নের খচিত কাজ নম্র প্রস্তরের ছোঁওয়া জেগে ওঠে মৃত্যুহীনতায়॥

আশ্চর্য পাথর-ঘরে চকিত প্রভায় মৌন চৈতন্যের ঐকান্তিক ক্ষণে
মনে হয় স্মৃতিদেহ প্রেমের শরীরে আজো তপ্ত এই ঘনিষ্ঠ লগনে—
চিনি যাকে দেহে মনে জন্মে-জন্মে সাথী সেই মৃদু কথা বলে আভাসনে॥

বলে, "তুমি চেয়ে দেখ, ইশারার চার চূড়া শূন্যের প্রহরী ওরা বাণী,
উদাসীন নয় ওরা, তোমার আমার মতো যুগ্মতার রহস্যের ধ্যানী,
যারা আসে যারা যায় পৃথিবীতে শিল্প তারি গোপন ব্যথার অনুজ্ঞানী।

"মোছো জল, আছি আমি, মৃত্যুপারে তোমারি সে, বাঁচার সুন্দর কাজে তুমি
যতদিন আলো আছে প্রকাশের বন্দনায় প্রাণ দিয়ো মিলনে কুসুমি—
অজানা ক্ষণিক কত তাজমহলের কীর্তি ধরার ধূলিকে র'ক চুমি।

"সংসারে করুণা দিয়ো, ত্যাগের মধুর বীর্য বহুর কল্যাণ ফুল-ফল
মুক্ত বেদনার দানে সর্বলোক নিবেদিত গড়া হোক সহস্র মহল,
মানুষের আয়ু দিয়ে যুগে-যুগে ঊর্ধ্বগামী সেই তো স্থাপত্য সৌধাচল।

"তার পরে চ'লে এসো। ঝলমল অদেহের নীল সূক্ষ্ম অন্যলোক হ'তে
প্রাণপৃথিবীতে ফিরে চাবো দোঁহে মুগ্ধ সত্তা, স্মৃতিভরা চাঁদের আলোতে,
যেখানে মিলেছি সেই পুণ্যধূলি ধরণীর যৌবনের অনন্তের স্রোতে॥"

পাথরের রচা মূর্তি তারি 'পরে বৈরাগ্যের উজ্জ্বল রঞ্জন ফোটে রোদে,
সোনার প্রতিমা মেঘে সূর্যাস্ত রাঙায় তাকে, নক্ষত্র মিনার জলে বোধে,
মানুষের কল্পনাকে প্রকৃতি ঐশ্বর্য দিয়ে আনন্দের নিত্যঋণ শোধে ॥

তাজমহলের সন্ধ্যা। বিরহ-মিলনে আঁকা গোধূলিতে একা যাত্রী আসি,
প্রান্ত বাগানের ঘাসে পার হই ধরণীর অজস্র বসন্ত পুষ্পরাশি ;
অশ্রুর ভাস্বযে ঘেরা একটি নিবিষ্ট লগ্নে শুনি শেষ তারি মুগ্ধ বাঁশি ॥

লাগে যমুনার হাওয়া, ওগো হাওয়া রূপহীন, তুমিও রূপের স্পর্শ বও
চিরবেদনার বিশ্বে সৃষ্টির অদৃশ্যে তুমি চলার মিলনে কথা কও ;
তাজমহলের ঘাটে হবো রাত্রি খেয়াপার, তুমি আজ তারি কাছে লও ॥

যুক্তি

ফুটছে
প্রাচীন ফুল
তোমার মনের তলে আনমনা
তুমি সন্ধান জানো না
অরণ্য অত্যন্ত ব্যাকুল
হ'য়ে উঠছে

নিজেকে ডেকে শুনছি দূর থেকে
আওয়াজ এনেছে কে
ফোন তুলে শুনি চেনা স্বর
যেন উত্তর
এক-একদিন রঙিন প্রত্যয়
সবই জুড়ে গিয়ে এক হয়
ঘুমে কথা শোনা হলুদে বসন্ত
শার্ট ইস্ত্রি-করা টাইপ শব্দ চড়ুইয়ের উৎপাত
প্রত্যেকটাই যুক্ত পদপাত
হসন্ত
কনফিউসিয়াস্ থেকে সুপারমার্কেট
প্রতিমুহূর্ত প্রত্যহ
বার্তাবহ
নিঃসীম বুকের কেন্দ্রে ঐ নীল বিদ্যুৎ জেট্ ॥

পাথরের রচা মূর্তি তারি 'পরে বৈরাগ্যের উজ্জ্বল রঞ্জন ফোটে রোদে,
সোনার প্রতিমা মেঘে সূর্যাস্ত রাঙায় তাকে, নক্ষত্র মিনার জ্বলে বোধে,
মানুষের কল্পনাকে প্রকৃতি ঐশ্বর্য দিয়ে আনন্দের নিত্যঋণ শোধে ॥

তাজমহলের সন্ধ্যা। বিরহ-মিলনে আঁকা গোধূলিতে একা যাত্রী আসি,
প্রান্ত বাগানের ঘাসে পার হই ধরণীর অজস্র বসন্ত পুষ্পরাশি ;
অশ্রুর ভাস্কর্যে ঘেরা একটি নিবিষ্ট লগ্নে শুনি শেষ তারি মুগ্ধ বাঁশি ॥

লাগে যমুনার হাওয়া, ওগো হাওয়া রূপহীন, তুমিও রূপের স্পর্শ বও
চিরবেদনার বিশ্বে সৃষ্টির অদৃশ্যে তুমি চলার মিলনে কথা কও ;
তাজমহলের ঘাটে হবো রাত্রি খেয়াপার, তুমি আজ তারি কাছে লও ॥

যুক্তি

ফুটছে
প্রাচীন ফুল
তোমার মনের তলে আনমনা
তুমি সন্ধান জানো না
অরণ্য অত্যন্ত ব্যাকুল
হ'য়ে উঠছে

নিজেকে ডেকে শুনছি দূব থেকে
আওয়াজ এনেছে কে
ফোন তুলে শুনি চেনা স্বব
যেন উত্তব
এক-একদিন রঙিন প্রত্যয়
সবই জুড়ে গিয়ে এক হয়
ঘুমে কথা শোনা হল্‌দে বসন্ত
শার্ট ইস্ত্রি-করা টাইপ শব্দ চড়ুইয়েব উৎপাত
প্রত্যেকটাই যুক্ত পদপাত
হসন্ত
কন্‌ফিউসিয়াস্ থেকে সুপারমার্কেট
প্রতিমুহূর্ত প্রত্যহ
বার্তাবহ
নিঃসীম বুকের কেন্দ্রে ঐ নীল বিদ্যুৎ জেট্

আশাবরী

আরো যদি শূন্য থাকে
আলো হারানোর
নীলতর
নিরঞ্জন
শূন্য ঘন
আরো পারানোর
যাবো
সেই বাঁকে
অগণ্য মৃত্যুর পারে থরথর
আরো উঠে শূন্য দিনে
পথ চিনে
শেষে ফিরে পাবো
পৃথিবীর ভিজে দিনে

সিঁড়ির অশব্দে ওঠা
বর্ষার ঝঝর শব্দ ঢাকা
সেই একদিন ফিরে
বাহিরে বর্ষার শব্দ চিরে
দরজার ধারে দেখি রাখা
আস্তে রাখা খবরকাগজ
দুধের বোতল রুটি
স্বপ্নে আরো উঠি
ভিজে ভোরে অন্ধকার চিলেকোঠা
প্রত্যুষ দরজা সুপ্তিপারে
নিস্তব্ধ কোমল অন্ধকারে
পৃথিবীর ভিজে দিনে
সেও চেয়ে একা ভোরে খড়খড়ি খোলা

পর্দা তোলা

পৃথিবীর ঘন বর্ষা দিনে
গায়ে রাত্রিবাস চটি পায়ে
জানালার ধারে স্থির ভোরে জাগা
একা অন্ধকারে বৃষ্টিলাগা
মেঘ-গাঢ় দু-জনার বৃষ্টিপড়া দিনে
অজানা কাছের বন্ধ দরজার পারে
দুই ধারে

বর্ষণ কুয়াশা বর্ণধূমে
সিঁড়ি চিনে
যুগে-যুগে নামা একা ঝোড়ো বায়ে
ভিজে পথ চেনা
একটিও বেড়াল জানে না
পাড়া প্রতিবেশী
বর্ষার ঝর্ঝর ঘুমে
পৃথিবীর মগ্ন দিনে

নিরুদ্দেশী
বর্ষা ভিজে রাস্তা সেই
ভিজে মোড়ে কিছুই আনে না
উইন্‌টন্ প্লেসে যাবো ট্রেনে
বর্ষা নামে অন্ধকার হেনে
শূন্যে ট্রেন নেই ॥

ভোর

সংজ্ঞাহীন রাত্রে জেগে উঠে
যাবো দেশান্তর।
এখনো রাস্তার শব্দ নেই
বাড়ির পাশের গাছে পাখি স্তব্ধ ;
ধূম্র-লাগা কালো কাল
রঞ্জিত নিশান্তরাঙা।
চোখে সম্মোহন, অর্ধঘুমে-জাগা মন চেয়ে থাকে
চাঁদের উষার মেশা মূর্ছিত প্রভায়।

এইক্ষণে জাগবার আয়োজন নিয়ে
ঘুমিয়েছিলেম—
স্বপ্নের গভীর ছিঁড়ে চৈতন্যের ধ্বনি
বেজে ওঠে, ওঠো ওঠো,
উঠে দেখি
পৃথিবী আবিল ঘোর।
কেন কোন্‌খানে যাবো রাতে
ভুলে গেছি ; রয়েছে উদ্বেগ।
অস্পষ্ট আকুল বুকে চিত্রার্পিত চেয়ে দেখি
জীবনসঙ্গিনী শুয়ে আছে
অসীম নির্ভর।
শয্যাপাশে,
টেবিলের পাত্রে ম্লান ফুল ;
দেয়ালে ঝাপসা ছবি, গাঢ় কাচ ;
সারি-সারি বই।
নিত্য চেনা নিভৃত ঘরের মর্মে তবু
ধীরে-ধীরে ব্যাপ্ত হয়
অন্য মুহূর্তের একটি নিঃশব্দ নতুন প্রতিবেশ।

পরিচিত ঘর দূর ছলছল ছায়ায় দাঁড়ায় ;
অমোঘ পথের দাগ নিয়ে
ছায়া-অচেনার বিশ্ব ফোটে স্পষ্টতর ॥

ভরা-মুহূর্তের পারে আড়-চোখে এ-জীবনে
সেই ছায়াবিশ্বতট দেখেছি, যেমন দিঘির
নিটোল জলের প্রান্তে তাল-গাছ-ঘেরা দূর।
ভুলেছি ; আবার যেতে দুপুরের ভিড়ে
ছুঁয়ে গেছে অবারিত আকাশ সীমানা-হারা ভাব,
প্রাণ-শরীরের কোষে নীলময় বাঁশির বেদনা।
সর্বহীন বুভুক্ষুর শ্রান্তিশয্যা পথপাশে দেখে
তীব্র পারে সংসারের
বিদ্যুৎ নেমেছে, তারি বিদীর্ণ আলোয়
গলির দোকানগুলো অলীক হয়েছে ব্যর্থতায় ;
আহত সমাজ ছিঁড়ে
সত্তার প্রচণ্ড দাবি ঘণ্টা নেড়ে ডাকে দিকে-দিকে :
পৃথিবীতে আলো-জ্বলা দৃষ্টি আছে অদৃশ্যের চোখে।
যাকে ভালোবাসি তার নির্ঝরিত চুলে,
বাঁকা ঘাড়ে, অচেনা বিধুর জ্যোৎস্না প'ড়ে
কত বৎসরের চেনা ছবির মতন
আমায় নূতনপ্রার্থী করে আকাঙ্ক্ষায়।
আরো তাকে চাই
যেমন আদিম চাওয়া চেয়েছিল উর্বশীকে পুরূরবা।
স্বচ্ছ কল্পকামনার উৎসজল অন্তঃশীলা
নিরন্ত উচ্ছল হ'য়ে স্মৃতির যেটুকু ভার, দেয় মুছে ;
মনে থাকে বেদনার আনন্দমুগ্ধতা।
ক্রন্দসী পরায় তার মালা নিজ হাতে
বিশ্বের অশ্রুতে ধোওয়া শুভ্র ফুল-হার।

—এও সেই সরোবর-তটে।
পৃথিবীতে যত দিন আছি
দেখেছি সংসারে সেই অন্য পথ, অন্য আভা
মিশে আছে মুহূর্তে-মুহূর্তে দিনে গাঁথা।
জ্যোতিস্পর্শ সেই বোধ, বিলীন দিগন্ত দিয়ে গড়া
সূক্ষ্মরুচি উন্মন আবেগ
হবে আজ একমাত্র পথ বিশ্বহীন ?
প্রত্যহের সূর্য প্রাণ
চেনা মুখে ফিরে তাকাবে না,
গুণ্ঠন আড়ালে ধীরে চ'লে যাবে ধরণীর পরিচিতা,
ভোরের আঁধারে জেগে ভাবি ॥

যা ছিল প্রত্যক্ষ মধুর,
স্বপ্নান্তের ধ্বনি নিয়ে চলে
বস্তুহারা ধ্রুব মোহানায়।
জীবনের সব কথা একটি শ্রুতির হয় রেখা,
সারিগানে শোনো ঐ দূর নৌকো-জলে তার ধুয়ো ;
জোনাকি-ঝিল্লিতে কাঁপা প্রখর চাঁদের অগ্নিরাতে
যেমন তারার কথা অদৃশ্য শোনায় পত্রজাল।
এই ঘর, এই চেনা মুখ, এই মাটির আকাশ
দ্বার-খোলা প্রদোষের পথে
মিশে গিয়ে এখনো দাঁড়ায়,
গন্ধরাজের গন্ধ গলির হাওয়ায় যেন জাগা
বসন্তফাল্গুনী কত পুষ্পদেহ নিঃসৃত সুবাসে।
এ-মুহূর্তে দেখে চলি পাশাপাশি
দু-জগৎ
ছলছল দিঘি, দুই পারে ;
কান্নাভরা আলোভরা ছায়ায় মধুর মধ্যজলে

হঠাৎ নামবে কি শেষে ভোর-ভাঙা কোটি মুকুটের দিনমণি-
বিভিন্নের অন্ধকার শেষ হ'য়ে
জেনে যাবো এখানেই সব ছবি একই প্রাণচ্ছবি
একটি চৈতন্য সূর্যোদয়ে ॥

কলকাতা
১৯৫১

সন্ন্যাসীর মৃত্যু

(স্বামী অখিলানন্দের মৃত্যু-স্মরণে)

ক্লান্ত দেহে গেরুয়া খদর টেনে নিয়ে
বলে, শুই।
আকাশ প্রত্যক্ষ শান্ত হ'ল
গৃহদীপ মুখে তার, দৃষ্টি দূরে ;
কণ্ঠে শ্বাস মৃদুতর—
অগাধ চৈতন্যে ডোবে জীবসন্ধ্যা, রাত্রিভোর—
প্রাণের বিস্তৃত জানা পর্দাটানা অন্য কিনারায় ;
তার মৃত্যু হ'ল।
বাহিরে সমস্ত নত, চোখ মেলে স্তব্ধ এরা ঘরে
মাথা নিচু ক'রে চেয়ে থাকে
সমাপ্তির সন্ন্যাসী শয্যায়।

পৃথিবীর যোগী চ'লে গেছে,
অতখানি আলো ছিল হাসিতে কথায় যার এতদিন,
সেই আলো-পথে তাকে খুঁজি ;
শূন্য এরই মধ্যে ঘিরে আসে
খদর-চাদরে-ঢাকা চেনা সৌম্য প্রিয় রিক্ত দেহে ॥

সাক্ষী

প্রক্ষালন ধাপে-ধাপে, দেখ ধুয়ে রেখেছি পাথর।
শীত-ভোরে
নিড়িয়েছি জমানো তুষার।
মার্বেলে রাঙানো আভা প্রত্যূষ অঙ্গনে
হেঁটে যেয়ো, নিরঞ্জন,
সাক্ষীর শেষের ক্ষণ পূর্ণ হ'ল।
নীল অবসানে নতি রাখি পথিকের॥

একটি দিন-রাত্রির আখ্যানে
দেখেছি, মৃত্যুর পারে দুই সমুদ্রের
তীর্থপদে আশ্চর্য মানুষ—
আকস্মিক জীবনীবেষ্টনে।
রবার্ট ফ্রস্টের হাস্য, উদার নিপুণ
রেখাঙ্কিত কপালের ভুরুর মহিমা
শাদা উঁচু চুলকে ছুঁয়েছে,
কাব্যের ইঙ্গিত নৃত্য চোখে,—
সব শান্ত আরোগ্যভবনে।
সেবাগ্রামে শূন্যঘর, শান্তিনিকেতন,
দিব্যদৃষ্টি অদর্শন, —এ তিন মানুষ
আর নেই। পোপ্ জন্ মুমূর্ষু শয্যায়
গরিব আত্মীয়, ধনী, অশ্রুভরা বিশ্ববাসী
একই পরিবারে বেঁধে গেলেন অন্তিমে
সর্বধর্মে শ্রদ্ধান্বিত মহাপ্রাণ।
সেই রোমে চেনা ধুলো, পপ্লার ছায়াপথ কাঁপে,
মার্কিন শূন্যের দূরে চেয়ে আছি॥

এবারের সিঁড়ি-ধোয়া শেষে
তোমার উদ্দেশ বুকে নিয়ে

চলি তবে মন্দির প্রকোষ্ঠ ফেলে রেখে
অমরণ আয়ু-সূর্যপারে,
কোথা পাবো পৃথিবীর বৃন্তে-ফোটা এ-জীবন,
কোন্ সেবাঘরে তীর্থ হবে ॥

সোয়াইট্‌জরের মহাপ্রয়াণে

সমুজ্জ্বল

সেই চৈতন্যের ব্যাপ্তি দৃষ্টির অতীত আজ অস্তগত,

অন্যতর শুভ্রলোকে কোথায় উদয় তার এই ক্ষণে

আমরা জানি না।

পশ্চিম আফ্রিকা তীরে, ধরণীর বহু জনালয়ে

সংসারে যারা আছি বেঁচে

এই চ'লে-যাওয়া পথে যেতে যেতে

চিনেছি প্রসন্ন নাম,

শুনেছি প্রত্যহ ইতিহাসে

নিত্যযোগী

মহাকর্মী আয়ুষ্মান চারিত্রের ভাষা।

ভয়ংকর যুগে তাঁর বুদ্ধসম কারুণ্যের দান

র'য়ে গেল আর্তত্রাণে, শোকে আলোকের রেখা

ভাগ্যের আয়তি!

একটি মানুষ সেই

কতখানি, কত হাস্য, স্নিগ্ধ বাক্য, কত চিন্তা প্রেম

বীর্য গাঁথা ছিল দীর্ণ দেহে, শুভ মনে,

গাবোন্-এর জর্জরিত আহত জীবনে

সেই জীবনের সাক্ষ্য হ'ল অন্তহীন নবপ্রাণ,

অলক্ষ্য প্রবাহে

অগোয়ের স্মৃতিজলে শুশ্রূষার ধারা॥

প্রবাসী বাঙালি আমি ক্ষুব্ধ দূরে ব'সে

হঠাৎ ভোরের রোদে দেখি দিন অশ্রু-ঢাকা—

প্রয়াণী গেছেন রাত্রে, বিশ্ববাসী

পরম-আত্মীয়হারা—

—কে চায় হারাতে প্রিয় অমন মানুষ ঘর থেকে।

তবু ফিরে যেতে হবে প্রাণরণে
পিতৃঋণ শোধ ক'রে যুগে-যুগে
যেখানে পুণ্যের বীজ, চারা, চষা মাটি
সর্বদাহে তবু জয়ী, যে-সংগ্রামে
পাপের ত্রিশূলধারী আক্রমণ দগ্ধ ভস্ম হ'য়ে
দেশে-দেশে নরত্বের শিঙা বাজে চরম দুর্যোগে।
অভীত আহবে
এই মহাবীর তাঁরো দীক্ষা বুকে নিয়ে
উড়বে চূড়ান্ত ধ্বজা ভারতের মঙ্গল শিবিরে ॥

লিরিক-কণিকা

বা স না

সেই বহুদিন
বৃন্তহীন
স্পর্শ যার নেই
শ্রুতি-ভার নেই
স্বর্ণ অবস্থিতি
পাতাঝরা প্রীতি
অবসান পুষ্পিত প্রকৃতি

দৃ শ্য

দু-কোটি বছর ধ'রে দেখো, আয়না খুলে
মেঘনীল প্যাসিফিক —

ওঠে দুলে
একটি দ্বীপ, একটি পাখি, একটি পথ,
এ-জগৎ।

দু-কোটি বছর ছুটি : দেখতে শুধু
জীবনের বালি ধুধু
সূর্য দিক্।

লোকালয়,
নতুন সময়।

হারিয়ো না ভিড়ে, এই অপর্যাপ্ত কাল
একটি সকাল ॥

হীরে

বুকভাঙা কালো কয়লা তীব্র রাতে
হীরে হও।
ঝড়ের জঙ্গলে মৃত মাটির গহ্বরে লুপ্ত রও।
পরিত্যক্ত যুগশেষে হঠাৎ ভবিষ্য কোন্ ঘাতে
শাবল কোদাল হাতে
খুঁজে পাবে কারা এই তীক্ষ্ণ টুক্‌রো শুকনো মণি
কবেকার অনাদৃত রাঞ্জিত জীবনী ;
হাড়ে-হাড়ে পুড়ে গিয়ে অগ্নিরক্ত শুভ্র রৌদ্র বও
হীরে হও॥

পরিচয়

নীলমাখা পাখি হাওয়ার একক
গ্রহপাবে ওড়া শূন্য সাধক—
পালকে এখনো দেখি আছে কিনা
পৃথিবী দিনের মাটির কণিকা লীনা,
ঠোঁটের কোনায় মহুয়ার কণা লুকোনো
বাংলা ঘরের সবুজ চিহ্ন কোনো,
নখের তলায় জীবনের ধুলো লাগা—
ঘুম থেকে আলো-জাগা
উড়ে যাও যেই ঘুরে,
ঝঞ্ঝায় ভাঙা নীড় থেকে শেষ দূরে॥

এই ডাঙাই ভালো"—
এক তরীতেই ডুবলে দু-জন
একঘাটে কি উঠব ?"
"শেষ পর্যন্ত

তুর্ক্-ইরানি রাস্তায়

ফরসা চাঁদ্নি হাওয়া দেখো ঝকঝকে
টিপ-পরা চন্দ্রা রাত উঠেছে তন্দ্রাণী—
ঘরহীন মরু নিচে ; কোমল ঝলকে
কাকে ডাকবে ? কোথা তারা মাজন্দারানি ?
আলোয় বুর্খা খোলা সিঁথির অলকে
কে পরাবে মোতি-বিন্দু জ্যোতির পলকে ॥

স্থিতির অতিথি

এখানেও ঘর, সেখানেও।
সমুদ্রের তীরে-তীরে শুধু নয়,
তার চেয়েও
সাবেক বাসা-বাড়িতে কে জায়গা দিল-
হৃদ্ভূমিতে
মৃৎভূমিতে
সেই হঠাৎ হাওয়া বয়,
—পারাপারের সময়
মনে হয়েছিল ॥

নি র ন্ত

দৃষ্টি-ভুল নয় গো,

শুভদৃষ্টি—

অমন যেমন ক'রে চাও

চিরদিন তাই দাও,

দিনের দেখা নিয়ে সিঁদুরের রেখা

মরণ পর্যন্ত থাক—

সানাই বাজলো সন্ধ্যার শাঁখ

সেই দৃষ্টি-বদল

এখনো আমাদের, লোকে বলে বাড়াবাড়ি, মিথ্যে ছল ;

—হেসে তুমি মানলে দৃষ্টি-ভুল—

হায় রে সংসার

ওরা জানে না কোথায় দৃষ্টিমূল ॥

লি রি ক

পরেছ-যে কানে ঝলক-দোলানো

হীরে-কাটা ইয়ারিং—

বুকে তারি ধ্বনি পুলক-বোলানো

বাজে ডিং ডং ডিং !

মায়ামুদ্গর তত্ত্ব মানিনি

প্রাণ সে তো নয় শুকনো পাণিনি

লট লুট বিধিলিং—

প্রেমে রঙে শুধু একটি কাহিনী,

নয় ঋষি ঋং শৃং—

চমক-তোলানো

বাজে রোদে ডং ডিং।

হিমালয়ে গিরি ওরা গোনে জানো

দশটা বারোটা শিং—

আমরা দু-জনে এসেছি খুশির

ছুটির দার্জিলিং !

থেমে গেছে ঘড়ি রাতে খড়খড়ি

ঘুমে-ঢাকা টিং টিং—

শৈলশিখরে স্বর্গ-ভোলানো

তোমার হীরের আলোয় খোলানো

জেগে-ওঠা ডং ডিং

—বাজে ডিং ডং ডিং ।

গা ন্ধ র্ব

লাল আভার অদ্ভুত ভুবন ।

জবা লাল, বান্ধুলি লাল,

রক্তচন্দন

তপ্তকাঞ্চন

জানলায় লাল হাওয়া ঢোকে

আমার রক্ত চেনে ওকে

বেলা রক্তিম সাড়ে-ছ'টায়

আর্দ্র আকাশে রটায়

নীলান্তরাল

স্নিগ্ধ ত্রিদিব ভাস্বরা

হে অপ্সরা, অপ্সরা ॥*

* ৺ যোগেশচন্দ্র রায়ের বৈদিক "অপ্সরা" প্রবন্ধ প'ড়ে

গান

ভালোবাসার বদলে আর কী বলো যায় দেয়া,
কেবল ভালোবাসা—
সব-হারানো সব-পারানো ভাষায় ভরা ভাষা
চোখের জলে ভাসা গো
স্বর্গ বেলায় স্বর্গ-দেয়া-নেয়া।

কখন দূরের ছায়া আনে সূর্যদিনের সোনা
গগন জুড়ে ভরে ব্যথার কোনা—
গাছের শব্দ মন্ত্র শোনায় গো,
অনেক দুখের আশা, বঁধু, অনেক সুখের আশা–
ভালোবাসার দিনে তখন কতই কাঁদা হাসা—
তাইতে যাওয়া-আসা গো,
চিরদিনের বাসা ॥

প্রত্নতত্ত্ব

কোথায় ফিরে এলে এখন
কোথায় ছিলে এতদিন —
পাথর বলে পাথরকে ।
হীরে সন্ধ্যায় রক্ত পবন
লক্ষ যুগের ছিন্ন গগন
ভ্রষ্ট লগন
উড়ে পড়ল সে-তর্কে ।
ঝি ঝি বাজায় ঝিনিক ঝিন

জোড়া লাগল জড়ো পাহাড়
প্রাণে কাঁপল পাঁজরার হাড়,
পাষাণ দেহের হ'ল কী —
শুকনো শিরায় ব্যথার জল
কার জাদুতে জ্বলল তল,
হঠাৎ উচ্ছল
উঠল শিলা ঝলকি ॥

দূর দুরাশা ঘুচল তবে —
পাথর বলে পাথরকে,
স্বজনে ছিল একের হাতে
ফিরল তারি প্রলয়ঘাতে
প্রণাম করি সে-ঝড়কে
ভিন্ন চেতন হোক ধূলিসাৎ,
দারুণ প্রভাত
সবার দুঃখে জয় হবে ॥

ভ্যানকুভর
জুলাই ১৯৬২

নীলান্ত

কোনোখানে একটু শূন্য রেখো—
পরিপূর্ণ তোমার জীবনে ,
মুহূর্তের একান্ত মন্দিরে
যেখানে নির্জনে
তুমি শুধু নিজে আপনার ।
চেনার গভীরে
দূরে র'ক সুন্দর সংসার,
কিছুখন থেকো নিজ মনে ।
নিভৃতেব সে অনন্ত ঢেকো
গহন সৃষ্টির গড়া ধনে,
অন্তরবাসীকে নিয়ো ডেকে ।
কখনো খুলে সে মৌন দ্বার
হয়তো বা তোমার বেদনে
ধ্যানের মিলন যাবো এঁকে ।
খুলে প্রাণে মধুর অপার
—একটুকু শূন্য রেখো মনে

যে-কোনো

হ'তে পারত ঐ ঘর, হ'তে পারত ঐ
ঘুমোনো শিশুকে দুলিয়ে গানের ঘর—
রাঙা রোদ্দুরে লুটোনো স্নানের ঘরে
খোলা জানলার আকাশে পাহাড়,
নরম সূর্য ;
শুকোচ্ছে জামা বাগানের তারে,
ঝিরি গাছ দোলা হাওয়ায় ছায়ায়-
হ'তে পারত ঐ
সবই আমার ॥

দু-চোখ বিভোর ভাবছে পথিকা
যেতে-যেতে তবু সবই তো আমারই—
শীতলপাটিতে ক্ষণ-বিশ্রাম
মধুর দুপুরে,
আলনার পাশে পাতা-খোলা বই,
ছড়ানো খেলনা,
ভরা-সংসার বুকে নিয়ে পার হওয়া।
দেশে বহুদেশে ছবি জাগে শুধু ছবি
হ'তে পারত ঐ,
হ'তে পারত ঐ ঘর, তিনের সংসার ॥

উজানী

যেটা না-হবার
　কোনোদিনই, তার
　　খোঁজে
　　যাবে, তবু ও যে
　　　চলে একাকিনী
　　　　ফিরে বার-বার।
　　　　সেই ট্রেনে চ'ড়ে
　　　ভোলা সে-নামের
　　　　বিদেশী গ্রামের
　　　　　ছিন্ন কাহিনী,
　　নেই যার মিল
　　　ছলছল ভোরে—
　　　সেই ড্যাফোডিল॥

　　ট্রেন গেছে চ'লে
　　　বেলা সে অতলে,
　　　সে-দেশ কোথায়।
　　　হঠাৎ পবন
　　　তবু সে ক্ষণকে
　　　　যদি বা দোলায়,
　　　বলো নেই, নেই
　　　শূন্য যে সেই—
　　　পারো যদি মন,
　　　　বোঝাও মনকে॥

ধুলোর ঘরে

কাকে চাই তা জানি যখন দেখি তোমার মুখ,
যখন তোমার গলার আওয়াজ শুনি
—তোমাকে চাই।
ভরে যখন তোমায় ছুঁয়ে সমস্ত বুক,
কানায়-কানায় হাওয়ায় লাগে বাসন্তী ফাল্গুনী —
তোমাকে পাই॥

কাকে চাই তা জানি যখন তুমিও চাও
আমাকে এই আলোয় হাওয়ার দুপুরে পাও—
দু জনে চাই।
ময়ূরকুঞ্জে ময়ূর ডাকে
বাতাবি-ফুল শাদা সৌরভ ফুটিয়ে রাখে—
লেক-এর জলটা ঝিলমিলিয়ে পাগল বাণী
কাকে চাই তা দু-জন জানি॥

কাকে চাই তা চাওয়ান তিনি সৃষ্টি দিয়ে,
জানান হঠাৎ রোদের বেলা বৃষ্টি দিয়ে।
বোবা দু-জনে ঝাপসা বুকে কান্না মেশা
কোথায় খুঁজি আরো চাওয়ার অকূল নেশা-
জন্মমৃত্যু দূরের দিকে রইল প'ড়ে
—দু-জনকে পাই স্বর্গ জাগাই ধুলোর ঘরে॥

হেলিকপ্টার— দুই পর্ব

সোজা উঁচু উঠে এলোমেলো
তন্মাত্র চাকার ঘোরে
জীবন্মুক্তের ঢঙে ঠিক দ্বিপ্রহরে
নিচুর মাটিতে চায়—
কপ্টারের হঠযোগ ত্রিশঙ্কু পাখায় ;
বলে, "হেলো
একক আমার মোক্ষ, থাকো না তোমরা
অগণ্য আকাশে প্লেন ছড়ানো ভোমরা
খোঁজো যুথ-সফলতা যাত্রীর সংগমে
ভিড়ের কবন্ধ এরোড্রোমে।"

অন্য প্লেনরা হাসে, "কৈবল্যের লোভে
উঠেছ খানিক বেশ, যন্ত্র-কুণ্ডলিনী
দুষ্প্রাপ্য আরোহী দর্পে, ওগো বিরলিনী
যাত্রী ক্রমে বেড়ে যাবে, দেখবে দ্রুত ক্ষোভে
জীবভূতগোষ্ঠী ব'সে আছে প্রতীক্ষায়
ভ্রমণ বাণ্ডিল-ব্যাগ হাতে নিয়ে, হায়,
চাপবে তোমাব স্কন্ধে সংসার-চারণ
যতক্ষণ তারাও না পেয়েছে তারণ
ম্যান্‌হ্যাটানের হাটে। মহাপ্রভুদল
আরো আসবে ত্রাণ দিতে হেনে রাইফল—
পুণ্য উঠবে জ'মে
সাইগন-জঙ্গলযুদ্ধে নামাবে বিক্রমে
রাশি সৈন্য উড়বে পুড়বে, তুরীয় বেহুঁশ
একই দশা যন্ত্রে-মন্ত্রে— গেরিলা-মানুষ ॥

বস্টন
১৯৬৪

নয়া মন্দির

আমায় বলতে দাও, হে ব্রাহ্মণ, মনে কিছু কোরো না,
তোমার পূজার পুতুল আজ হ'য়ে গেছে পুরোনো ॥

পুতুল-খেলার নেশায় জমালে অস্নেহের সুদ,
যেমন শিখল মোল্লারা ধর্মের নামে বিরোধ ॥

ক্লান্ত আমি, এড়িয়েছি মন্দির মসজিদের হাতছানি
ত্যাগ করলাম ধর্মযাজকের বক্তৃতা আর কাহিনী ॥

পাথর পুতুলকে যদি তুমি ভাবো সর্বেশ্বর,
মাতৃভূমির প্রতি ধূলিই আমার প্রণম্য অন্তরের ॥

এসো পরস্পরের মধ্যে মিথ্যে পর্দা করি ছিন্ন,
সংযুক্ত করি তাদের যারা কাছে থেকেও অন্য ॥

হৃদয়গ্রাম আজ প্রাণহীন, তুলব সেখানে নয়া মন্দির
সব ধর্মচূড়ার চেয়ে উঁচু হবে তার বাহির-অন্দর ॥

ঠেকবে দুনিয়ার এক ধর্ম সেই প্রার্থনায় ঊর্ধ্বে
প্রেমের দিব্যতায় যা মানুষকে করে প্রবুদ্ধ ॥

প্রেমিকের মন্ত্রে সেই মদিরা যাতে শান্তি পেয়েছে শক্তি,
মিলনের ধর্মে মানুষে-মানুষে জানি মুক্তি ॥

ইকবালের একটি কবিতার অনুকরণে

৩

সর্বনাম

(হেঁয়ালি নাট্য)

প্রথম অঙ্ক

গ্রীনরুমে যজ্ঞেশ্বর পরামানিক—
সূত্রধার।

ভুরু জোড়া মানিয়েছে, কানাইকে জড়োয়া গয়না, জরির
টুপি : সাজবে গোবিন্দমাণিক্য। রাজকীয়! হরির
গালে দাড়ি লাগাও, হরির কথায় ঢং আছে ত্রিপুরার, কিন্তু
মন্ত্রীর ঠাট কি সোজা; মিস্টার বাসু, দেখুন না, মিণ্টু
যথেষ্ট রঘুপতি কিনা, ব্রাহ্মণের বক্র দৃঢ়তার জন্যে পাউডার
কতটা লাগবে ঠোঁটের কোণে, শিখায় কি পমেটম দেবো? ঐ ব্রাদার
সরোজিনীকান্ত এলেন, বেশ, বেশ, নামবেন অপর্ণা, সেই ভিখারিনীর পার্টে
জমবে বিসর্জন। মনে তো হচ্ছে। প্রসন্ন গুঁই কম নন আর্টে—
যাত্রাদল সাজিয়ে মজবুত— দাও দুটো ছেঁড়া পাতা, রঙিন কাগজ
দিব্যি বেণুকুঞ্জে ভ্রমণ চলবে দু-ঘণ্টায়, সেদিন ছ-গজ
সালু দিয়ে বানালেন চন্দ্রাতপ : উঃ, কোত্থেকে
কী চলছে সারাদিন রেলোয়ে ক্লাবে, এ-পাড়া ও-পাড়া হ'তে ডেকে
পনেরো সন্ধ্যায় আমাদের যেমন-তেমন সৃষ্টি।

নাট্য শুরু।

হরিসাধন বসু— (সব স্তব্ধ ড্রপ-সীনের সামনে) পড়ুক করুণ দৃষ্টি
কারুকাজে তৈরি আমাদের সম্মিলিত আয়োজনে,
দেখুন, আপনারা ক-জনে '

বিসর্জন নাটক হয়ে গেল।
কবির পালা মন্ত্রের
মতো

সৃষ্টিচরিত্র বিবিধ তন্ত্রের
কত
স্রোতে এক স্রোত ব'য়ে গেল ॥

কলেজের ছাত্র অনিলবরন, নোটবুক হাতে,
মন্তব্য :

এখনো সেই ভ্রাতৃহত্যার ধারা
পুরো চলেছে এই ধরায়,
তবুও তো প্রাণ দিল যারা
ফিরে মুখে চায়।
কবির দেখা সত্যি কি ফলবে ?
বলির বিসর্জন, অধর্মের কারা
টলবে ?

নেপথ্যে কোরাস্।
রূপ-সনাতনের ঐকতান বাদ্যসহ।

কে কী সাজল, আসল তারা কে,
কেন সাজছে,
নাম-পাত্র-নেমন্তন্ন শেষে বার-বার
এমনধারা কে
কোন্ নতুন আয়োজনে আর বার
বাসন মাজছে ?
কিসের কারবার ?

জয়ন্তী ও সংহিতা, বটানি-ক্লাসের দুই ছাত্রীর প্রবেশ—

জয়ন্তী : জয়সিংহ, তোমার প্রাণের দাম আমরা জানি,
(যদিও তোমাকে জানি না।)
সংহিতা : শিকারি ধনিক, ধর্মের বণিক, তোমরা হননের সন্ধানী-
(মরলেও তোমাদের মানি না।)

নেপথ্যে কোরাস্ .

তোমরা যে কেউ হও
হন্তা, যে-কোনো দেশী,
ভাবছো যা, তা কেউ নও।
যাত্রা চলেছে, দেশ আরো বেশি ॥

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দ

"ওমা, দেখ্ দেখ্ সেই লম্বা বাবুটি, সেজের বরকন্দাজ
সেই যে করছিল সড়দের মতো চৌকীদার,
নেমে এসে বসেছে থিয়েটরে।"

"হ্যাঁ, তাই তো, ঠিক সেই গলার আওয়াজ,
তোর আন্দাজ ঠিক তো রে।"

নেপথ্যে উক্তি
ভারি গলায়

দুই মানুষ যেন এক,
দেখ্, দেখ্ ॥

এদিকে অ্যাক্টর পরিমল গোস্বামী তাড়াতাড়ি
অন্ধকার সাঁকোর পারে গাছে ঢাকা বাড়ি
সেই দিকে চলেছেন।
(মুখে নক্ষত্র রাযের বড় মাথা ভুবনপার চিহ্ন,
ভাবনায় চোখ ক্লিন্ন।)
মালতীকে নিয়ে মা ছায়াচ্ছন্ন ঘরে
রুগিশয্যায় পাখার বাতাস করছেন মাথা নিচু ক'রে —
"বাবা, তোমার থিয়েটরে আজকের মতো হ'য়ে গেল কি, কবে
মা-র সঙ্গে দেখতে যাবো?"
—"হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে,
ডাক্তার কী লিখে গেছেন, দেখি এ—"

(অন্ধকারে মাথায় হাত ঠেকিয়ে
শূন্যে চেয়ে রইলেন অ্যাক্টর পরিমল।)

গানের ধুয়ো কোথায় করছে ছলছল—

"কোন্ পালা এই বেলা শেষে
বিসর্জনের কোন্ খেলাতে
ভিখারিনীর দিন যে গেল—"

নেপথ্যে আবৃত্তি .

×) খেলা দুই, শুধু এক নয়। সংসার, অভিনয়, বা যাত্রা
প্রাত্যহিকে মিলে শেষ হয় সংসারযাত্রা ;
তখনো বাকি আরো কোন্ এক মাত্রা,
তাতে পরিমল গোস্বামী
মর্তের ওপারে তুমি কোন্ নাটকের আমি ?

× ×) মাইনে সেখানে ৩৭৪৲ টাকাও নয়, তারো অতীত
আয়ুর পাওনা (কেউ জানে না, যমরাজ ব্যতীত)।
মোট কথা, হরেক পোশাক, নশ্বর রিহার্সাল্, দেহ দেহান্ত
নামের মুখস্থ পাঠ ইত্যাদি সব ক্ষান্ত ॥

বিসর্জনের শেষে রেলোয়ে ক্লাবের প্রতিবেশী বাড়িতে
শিশুর গলার আওয়াজ :

"দাদু, মা আজ কেন খায়নি ?
বলছে কেন খিদে পায়নি ?"

টিকিট-প্রোগ্রাম-বিক্রির দল—

× ×) ওদের নাম কী ?
হা-ঘরে দরজার সামনে, তাদের গ্রাম কী ?

× × ×) ছায়ার মতো যারা
তারা কি ভাঙা বাংলার বোন-ভাই ঠাঁই-হারা ?

×) হিন্দু মুসলমান ভাই বোন, তাদের ভিন্ন ক'রে
কে এমন মাবল ক্ষেত জ্বালিয়ে, ঘরবাড়ি ছিন্ন ক'বে ?

এদিকে নাট্যবেশে বেরিয়ে এলেন
ব্রতীন্দ্র মুখার্জি।
বালক ধ্রুবের পোশাকে যেমন ছিলেন চ'লে গেলেন।
সামনে অনেকখানি শিবতলা পেরিয়ে মাঠ,
আকাশের তলে তালবন।
রেল-লাইন দেখা যায় না, রুপোলি চাঁদে কৃষ্ণচূড়াব বাট,
তারি আভায় লাল বন।

জ্যোৎস্না অন্ধকারে
বাঁশি আর একতাবায় ব্রতীন্দ্রেব বাড়িতে ব'সে একধাবে
একলা বাউলের গান—

কেউ বা আলো কেউ বা আগুন কেউ বা জল
তোদেব নাম কী বল্।
ভুবনডাঙার মানুষ আমি এনেম তোদেব অনুগামী
ডাক-নামেতে জানি ডাকাব ছল।
ও সামন্ত কানু মধু কাসেম তামিজ নিমাই যদু
আসল নাম কী বল্।
কেউ বা মুলো, কেউ বা ধুলো, কেউ বা ফল॥
যাবো গাঁয়ের পাব,
হাটের বেলা শেষ হ'লে ধাই শাঙন নদীব ধার—
তোদের নাম কী বল্?
কেউ বা মাসি পিসি খুড়ো সঙ্গী স্যাঙাৎ মোড়ল বুড়ো
ভুবনডাঙার মেয়ে-ছেলের দল।
সর্বক্ষেতে মৌমাছি ফুল নামে-নামে মন ভ্রমাকুল
আসল নাম কী বল্॥

এই গান শূন্যে উঠে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, অদৃশ্য-চিহ্ন,—
বুঝবে না হেঁয়ালি নাটকের পাত্রপাত্রী ভিন্ন ॥

একটি উল্কা আকাশে তারার মতো মিলিয়ে গেল,
দপ্‌দপ্‌ করছে আকাশ।
দূর ভোরের উত্তরে বাঙা ঠাণ্ডা বাতাস ॥

দ্বি তী য় অ ঙ্ক

টীকাকারের ভাষ্য :

হাটে কেনাকেনি
তারপর শাক মুলো আধ্‌লা আনির
এবং দোকানির
কোন্‌ চেনাচেনি।
হাট কি হয়নি, আরো চাই ?
(হাটের মালেক কোথা আছে ভাই ?)

ভাষ্যের উপর ভাষ্য —

(নিম্বার্ক, চানাক্‌, উড়িলো) (অবুঝ জনের হাস্য)

মর্মান্তিক বক্তব্যের পথে যারা পথী, যারা রথী,
গন্তব্য-ভ্রমণ শুরু কিছু না জেনেও যারা ব্রতী
প্রণেতা প্রাণের দেহে মঞ্চমঞ্চে, ছায়াচিত্রে নামে
বাঙালি ভবানীপুরে, মার্কিনি ইয়াংকি স্টেডিয়ামে ,
লণ্ডনে টেম্‌স- এ হোক, গঙ্গার ধারে বা, রাত্রি-দিবা
সাজ-সাজা, বাজনা-বাজা, চলেছে কথার উচ্চগ্রীবা ,
কেরানি, পুরুত, এবা বাষ্টিক, বণিক, বিশ্বক্রেতা
হাস্যহেয়, সাংঘাতিক, বোমার ব্যাপারী, দেশনেতা ,
এদের বিভিন্ন নাম, জামা-জুতো-রঙ পরচুলো

লেগে আছে থিয়েটরি নানা রকমের পূর্বধুলো।
তারি মধ্যে যে-মানুষ অভিনয়ে পটু, তবু জানে
আপন খেয়াল, সে-ই নাটক পেরিয়ে পায় মানে।
তারি মজা দুনিয়ায়, দুঃখেসুখে দুঃখীসুখী তবু
খেলা খেলে অদৃষ্টের, নিজে রয় ম্যানেজরি প্রভু;
রচনার রস পায় থিয়েটরি ব্যবসায়ে নেমে
এশিয়ায় আফ্রিকায় কাফ্রি-কায় পুরুষে ও মেয়ে;
জাতি তার ঘোর মিশ্র, গড়েছে মনুষ্যজাতি নানা
রঙ-বেরঙের কাব্যে ভাষার বেসাতি বেঠিকানা।
পালা তবু জ'মে ওঠে উদ্ভট করুণ অম্লমধু,
হঠাৎ পার্টের মধ্যে হাস্য নিয়ে মারা পড়ে যদু।
খেলার মৃত্যু কি মৃত্যু? সত্যিই মরেছে হার্ট-ফেলে
কে জানে, আকাশ স্থির, সে তো থামে সব পার্ট ফেলে॥

নেপথ্যে কোরাস্:

সে যেমনই হোক কাব্য,
ঘটে তবু রোজ অভাব্য;
দ্রিম দ্রিম বাজে দামামায়—
"পাত্রপাত্রী,
নও ভাগ্যের অন্ধযাত্রী,
তোমাদের পথ কে থামায়?
চৌচির হবে ক্রুদ্ধমুষ্টি
সাম্প্রদায়িক, কী বলে কুষ্ঠি
বলো তো আমায়?
সাম্যদৃষ্টি আত্মধর্মে শ্যামায় রামায়
বাঁধবে বীর্যে হন্যতা-হারা,
করুণার ধারা
বইবে সমান যুগের নাটকে;
পড়বে পাঠকে॥"

হঠাৎ এই নূতন ভাষ্যের উত্তরে এলোমেলো
দর্শক ও অভিনেতারা ছুটে এলো
শেষ-হওয়া অথচ চল্‌তি বিসর্জনের নাটক থেকে,

এবং তারই সঙ্গে দলে-দলে আরো কে-কে ॥

সবাই সমস্বরে :

নাট্যকার, বেরিয়ে এসো।

হঠাৎ আশা হয়।

তৃতীয় অঙ্ক

"নাট্যকার, তোমাকে চাই।
ভাষ্য নয়, নাট্য ও নয়,
সমস্ত দিয়ে
তোমার দিব্যরূপ যেন চোখে দেখতে পাই ॥"

"চতুর্দিকে দাহ-লাগা রাষ্ট্রের ছাই
ছড়ালো, সংসারে তীব্র আঁধি বানিয়ে।"

সকলের প্রত্যাশা। রাত্রি ফরসা হ'য়ে আসে, সকাল হ'তে দেরি কই।

দর্শক, অভিনেতা, রেলোয়ে মেন্‌স্ থিয়েটরের স্বয়ং চশমা-পরা ম্যানেজার—সবাই ভাবে কে একজন চুল উস্কো, হাতে কলম, লজ্জিত, উন্নত ললাট— শুভ-দৃষ্টি— কে একজন দেখা দেবে। সব জনতা প্রকাণ্ড বনের পাতা-কাঁপা উৎসুক ঝিরিঝিরি। ঠিক বলা হ'ল না, কেননা অনেক দর্শক এরই মধ্যে ভুলে গেছে, বিড়ি কিনছে, কারো ঘুম বাড়ল, অনেকে ভুবনডাঙার মেয়ে-ছেলের দলের উচ্ছল হাস্যে অন্যমনস্ক। কিন্তু বহুকালের অপেক্ষা। কেউ-কেউ বাড়ি ফিরে যায়। অন্যেরা আরো উৎসুক হয় ; সারাজীবন তো বিসর্জন দিয়েই এসেছে, এবার শেষ দর্শনের পালা দর্শকের।

ইতিমধ্যে আধুনিক কবির মন্তব্য :

অলংকৃত বাক্য আর শাদা কথা গেঁথে
ঐ যে খচিত কারু, উজ্জ্বল সংকেতে
হাওয়াকে ধরেছে শিল্পী, নীলের আলোক
ওড়ে সোনা-দিক্‌ভ্রান্ত পাখির পালক ,
এই যে বাসনা ব্যথা বাজে সাহানায়
সানাই কম্পিত গলি, চোখ মিলে যায় ,
সঙ্গিনী সংসারে লক্ষ্মী , এরি বাণী শোনো,
সুরের সৃজনে বাঁধা, থামে না কখনো ,
তুলি নিয়ে চিত্রী বসে, ছবি আঁকে পথে
প্রাণের প্রেমের চলা , বলো কোন মতে
সৃষ্টির বাহিরে স্রষ্টা শূন্য হাতে আসে ?
লেখক লেখারই মধ্যে, বাকি কল্পাকাশে।
বকুল ফুলের জাত বকুল ফুলেই
নামে-নামে ভুল হয়, সে-ভুলে ভুলেই
জানার বৃন্তের মূলে জমে পরিচয় —
কেন মন চায় সৃষ্টি যেটা সৃষ্টি নয়।
বোধের নাটকে ডুবে বোধাতীত বেশি —
ঐ দেখ নিত্যচেনা দূর প্রতিবেশী ॥

একজন দর্শক :

তবু ধরো রাত্রিশেষে ব্রডওয়ের কোটি নিযুত আলোর বাঁধা-পথে, বিজ্ঞাপনের তীব্র ধারে-ধারে, নীল রঙিন রাত্রির পুড়ন্ত দিগন্ত পেরিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ রিভার-সাইড ড্রাইভে থেমেছ। প্রকাণ্ড হাডসন্ নদী। জল সত্যিই জল। আসল গাছ, তারি ছায়া। চলচল ছবি জাগে-- সেই দিঘির ধারে বসেছি পা ডুবিয়ে বাংলা-কথা-বলা গ্রামে, দেশের ছেলে। এমন সময় কে একজন, মার্কিন বা অন্য কোনো দেশী, মার্কিনদেশীই বা হবে, চ'লে গেল ধীরে-ধীরে, অত্যন্ত চেনা মুখ যদিও দেখেছি মনে হয় না। চ'লে যাবার অনেক পরে মনে হ'ল টুপি-মাথায় ঐ শান্তদৃষ্টি ভদ্রলোক বোধ হয় নাট্যের নাট্যকার।

ফিরে দেখি আর নেই। গলির মোড়ে অদৃশ্য। এরকম বার-বার ঘটেছে, নানা-ভাবে বহুদেশে, নানা দিনে। একেবারে বুকের মধ্যে হঠাৎ জানা। বিসর্জনের শেষ, তামাম সুধ্— সেই একেবারে হারানোয় পাওয়া।

অন্য আরেকজন দর্শক :

মিরাণ্ডার কাহিনী পড়তে-পড়তে সমুদ্রের দ্বীপে শেক্সপীয়রকে স্পষ্ট দেখেছ —চিত্তের ঢেউ, সমুদ্রের নীল, মানবমনের মুক্তো-প্রবাল, তিক্ত পাপ, দারুণ সূর্যাস্ত, শান্ত দুর্লভ দিন, সবের সঙ্গে ঘটনায় মিলিয়ে, শত বিস্তৃত বিচিত্র কিন্তু এক অবিশ্বাস্য রচয়িতা। সনেটের উত্তাল হৃদ্বেগ যেখানে মানসে আঁট-বাঁধা, কারু-ধৃত, সেইখানে ইংলণ্ডের কবির আত্ম-শরীর বহু মুখর সাংবাদিকের তথ্যের চেয়ে ধ্রুব-বিশিষ্ট, সত্য। রবীন্দ্রনাথ তো এই সেদিন লিখছিলেন, পুরাকালের অথচ আধুনিকের এই কবিকে এখনো ঠিক কেউ চিনি না। দেরি আছে। কিন্তু অক্ষরে-অক্ষরে জ্যোতির্ফলিত বাঙালি সেই নদী-খোয়াই-লোকালয়ের নিজস্ব কবি ; বহু দেশ দিগন্তের গানে-ভরা মানুষ তাঁকে শুভযোগে হঠাৎ চেনা যায়। বিসর্জন-ধারায় স্নাত আগামী সেই মূর্তি বারে-বারে দেখা দেবে সংসারে চিদ্-শক্তির আগুনে, দিব্য প্রণয়ের অবগাহনে। আরো কত মহা-জ্যোতিষ্ক মানুষের আকাশে নিত্য জ্বলছে, চিত্রী, ধ্যানী, বিজ্ঞানমনস্বী, বীর্যকর্মী। অগণ্য কত সাধারণ মানুষ তারা। অসাধারণ— প্রাত্যহিক সূর্যের মতো। বিশেষ সংযোগে আবির্ভাব ধরা পড়ে কিন্তু আঁধি-সৃষ্টির অধ্যবসায় মানুষের অনন্য— ঐ দেখো :

(এক বাড়ির ছাতে বিদ্যুৎফলকে জ্ব'লে উঠল)

আবার পৃথিবীতে ঝড় ওঠে

এবারে কোনো মহাদেশ বাদ পড়বে না।

এর উত্তর কৈ ?

উত্তর ? বাহির থেকে আসবে না। নাট্যের মধ্যেই উদ্ভব, নায়কের একলা বা সমবেত উচ্চারণ, বিসর্জনের তীব্র নতুন অধ্যায়ে সর্বনামবাহিনীর ঐ শোনো পদাবলী।

দৃশ্য : ম্যান্‌হ্যাটানের রাস্তা

(দৈত্যসুন্দর বাড়িগুলো ঝড়ের মুখে
স্থির প্রহরীর মতো।)

আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদলের মিছিল :

দেখব কেমন ক'রে
বারুদ ধোঁয়ায় আকাশ ভরে।
অন্ধ বিসর্জনের শিখায় ঢাকে ত্যাগের আলো,
জাতি-ঘাতের কালো।
ছড়ায় সবে মিলে
দুরন্ত নিখিলে ॥

আঁধি ঘনতর। চতুর্দিকে জনতা বিরাট আকাশ-ফিল্মের দিকে তাকিয়ে। দূরে জ্ব'লে উঠল হ্যানয়-সাইগন। দিগন্তে মানুষের হাহাকার। কাদের কীর্তি। যেমন পুড়েছিল ঈজিপ্ট, কোরিয়া, তিব্বত। সেদিন সাইপ্রাস, আজ স্যান ডোমিঙ্গো। কংগো, রোডেশিয়া। নামের শেষ নেই। বর্বরতা নামল শুভ্র হিমালয়ের দরজা ভেঙে।

ছাত্রছাত্রীর দল : কে সেই কবে দেব-মানবের চরম আত্ম-যাগ
প্রাচীন জুডিয়াকে দিল চিরদিনের ভাগ,
দেশে-দেশে ধার্মিকেরাও, জানি,
হারায়নি সেই জ্যোতির্বাণী ॥

জনমত আবিল। নেতারা টেলিভিশনে নৈতিক, চোখে কৌটিল্য, মুখে স্বস্তিবাক্য। অন্যবিধ আয়োজন তাদের পুরো চলেছে। পরিপার অন্য পার থেকে রেডিয়ো— যুদ্ধ, যুদ্ধ, সবার সঙ্গে সব সময়ে যুদ্ধ,— দুর্জয় আওয়াজ, অন্য ভাষায়।

ছাত্রছাত্রীর দল : যেমন আলো তথাগত জ্বেলেছিলেন আগে
তাপস ভুবন ভারত গগন রাগে ;
তাঁরা সর্বনাম,
পালা তাঁদের সর্ব শহর গ্রাম।
বোধিসত্ত্ব পুণ্যদাহে জাগব সবাই, তবু
রাস্তা রোধে যুগের প্রভু ॥

একবার শক্তিশালী কণ্ঠ শোনা গেল, আপস করব। মনে হয় সত্যি বুঝি। আকাশ-ফিল্মে দূরান্তে দেখা দিল শীর্ণ, উপবাসী মানুষ, মুমূর্ষু, দগ্ধদেহ। গুহা গহ্বর, জলা জংলা, পাঁজরা-ভাঙা ঘর থেকে কা'রা বেরিয়ে এল। যেন কিছু হবে তার প্রত্যাশায়। হয়তো কেউ বাঁচবে। বুড়োর নিঃশব্দ কান্না, ছোটো ভাই অবুঝ চেয়ে আছে দিদির দিকে, অন্যেরা নেই। কিন্তু জনশ্রুতি ভুল। উক্তি এসেছিল, আপস করাব। গায়ের জোরে। পরিখার যোজন-পার থেকে উত্তর এল, হাঃ হাঃ শব্দ।

জনমত ঘুলিয়ে যায়।

এ কি কৌতুক, না কৌশল।

অন্ধকারে বোঝা যায় না।

ছাত্রছাত্রীর দল : নতুন ক'রে আসার ভূমি বর্চেছিলেন যিনি
প্রার্থনা-অঙ্গনে তার নতুন মৃত্যু চিনি,
দিল্লিতে সেই বধের দিনে, হে অহিংস গুরু,
হ'ল কি শেস বলির পালা, হয়তো হ'ল শুরু
নাট্য জুড়ে তোমায় বিসর্জন,
দেখার সময় পাবে কখন মন ॥ •

মিছিলের পদশব্দ পাথরে প্রতিধ্বনিত মিলিয়ে গেল।

ওরাই ফিরে আসবে। পুরোনো রাস্তায় নয়, নতুন ধর্মে। সর্বনামের দল এদের বহু নাম, বহু দেশ। কিন্তু চিনতে বাধে না দরাজ মার্কিনে, খাঁটি বাংলায়— ভারতে, কোনো যথার্থ স্বদেশে। বুড়ো রাষ্ট্রিকেরা পাপ দিয়ে পাপ লড়ে, ধ্বংসের ব্যাপারী। কিন্তু এদের নব্য বৃত্তি : মানুষের স্বীকৃতি। রোধবার শক্তি, বাঁধবার কল্যাণে। কেউ বাদ পড়ে না। অদ্ভুত মিশ্রধর্মের অঙ্গ অন্ন-বস্ত্র-ওষুধ, চাষ-করা, বই-পড়া ; জাত-না-মানা, ব্রিজ বানানো। বাড়ি পোড়ানো নয়, গৃহদীপ জ্বালা, আগুনকে আলো করা। বীর্যসংঘ।

বিসর্জনের কঠিনতম অধ্যায়। মস্ত মহাদেশের মানচিত্র আশঙ্কিত। দাবানল থামল না। ছায়া-ফিল্মে পূর্ব-দক্ষিণে ক্রমেই দেখা দিচ্ছে হা-ঘরে অগণ্য লোক। কোথায় যাবে। বেড়া-জালে তাদের ঘিরেছে বিভিন্ন যান্ত্রিক ঘাতকেরা। প্রাচীন ছুরি, নতুন বোমা।

ব্রুকলিনের মানুষটি ডেলি-প্যাসেঞ্জার, ভিড় ঠেলে সাবওয়ের ট্রেনে উঠল। ঝকঝকে বিশেষ একটি বাক্স-বাড়ির খোপে তার আপিস। আজ দিনটা সুন্দর। হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল হয়তো দেখা হবে, যারা আসেনি, যাদের ঠেকিয়ে রাখা হ'ল তাদের কারো সঙ্গে।

রূপ-সনাতনের ট্রেন-যাত্রায়, চাকার উদ্গাথা স্বরে :

> থর্‌থর্ করে এল্‌ম্, সবুজ রৌদ্রাভ তাপখানা
> চিকন হাওয়ায় মিশে পড়ে এই বইয়ের পাতায়,
> ধাক্কা খেতে-খেতে চলি আপিসের ট্রেনের সকালে,
> কেউ কফি খায়, কেউ কাগজ পড়ছে খুঁটে-খুঁটে—
> নানাদেশী প্রতিবেশী, তারি মধ্যে কোলে-শিশু উঠে
> দাঁড়ালো যাত্রিণী মাতা, শুভ ব্যথা ছোঁয়ানো কপালে
> কী ছায়া এনেছে ব'য়ে মাধুরীর দূরান্ত গাথায়,
> বাক্সের গায়েতে ছাপ, হোটেলের নামটা অজানা।
> নীল-চেরা কাচ বাড়ি এল উঁচু ঝলমল কাছে
> প্রায় সবংদেশ আজ যেখানে একটু স্বস্তি যাচে,
> (অনাগত বহু আজো, আছে তবু রুষ, স্পেন, ঘানা
> ফিন-থাই, নানা জাতি, শাদা-কালো-চন্দনী-বাদামি)

খুঁজি মনে মা-শিশুর পরিবেশ প্রথম কোথায়
সমুদ্রের দূর পারে— সাবওয়ের ট্রেন থেকে নামি
হঠাৎ আত্মীয়-বাঁধা বুঝি কোন্ মঙ্গোলের ডোর,
প্যাসিফিক দ্বীপে থাকে, হয়তো বা উলান্-বাটোর ॥

হারানো অর্কিড

রাত-জাগা ব্যবসায় ; উচ্চে হেনে তীক্ষ্ণ স্বপ্নচোখ
দ্রুতের জ্যোতির ঝাঁক চিহ্ন-অঙ্কে ঘিরে ধরতে চায়,
ফরাসী যুবক আঁদ্রে,— গুচ্ছ তারা হীরে শূন্যে— একা
ফেলে যায় প্যারিসের নকশা গলি, গ্যাসপোস্ট, ক্রমে
সমস্ত ফ্রান্সের ব্যষ্টি, য়ুরোপ, শেষ চক্ষে তার
ভূলুণ্ঠিত এই ছায়া ধরণীর, চেনার উড্ডুনি
অন্তর্হিত বিন্দু কাঁচে— সীন্ নদী কুয়াশা-দুপুরে
যেমন তলিয়ে থাকে প্রাণজাল ছিন্ন বিঘ্নহীন
প্রগাঢ় অদৃশ্যে হারা ,

গণনার মর্মের সিঁড়িতে
শব্দ ক'রে কে হঠাৎ দূরবীন-ছাতের চাতালে
সোজা উঠে এসে বলে, "আঁদ্রে, আজো স্বচ্ছতার নেশা
ভাঙল না ভাঙা চাঁদে ? সত্যি বলো কী এনেছি ?" খুলে
সুতো-জরি দেয় তাকে রুপোলি ইঁদুর, মস্ত লেজ
—হাসির লহরে মাপা লেজের বহর— রেনে
ঈষৎ আর্তির স্বরে মিশ্রিত কৌতুক ঢেলে বলে
"আর না, আজকের মতো শেষ ক'রে নামো, একটু শোবে
ডর্মিটরি-ঘরে গিয়ে, রাত্রের দেয়ালে তুলি টানে
রাঙা শুকনো ভোর ঐ ক্যাকাশে নির্ঘুম ঘণ্টা বাজা,
জানো না কি ?"

রেনে একলা আপন বাড়িতে চ'লে যায়।
পর হপ্তা লাইব্রেরিতে চশমা-আঁটা আঁদ্রে প্রায় যেই
স্তূপ-বই কেন্দ্রে ঢুকে তন্মাত্র দশায় সন্ধ্যাবেলা
জটিল অস্তিত্ব ভোলে, খাওয়া ভোলে, সহপাঠী রেনে
সামনে এসে দাঁড়িয়েই ফিসফিস অনর্গল বলে
"টেলিফোনে দুটো জায়গা কাছেই মো-মার্তে রেখেছি
সামান্য স্যালাড আর অলিভ, যেমন খেতে চাও

ধারের টেবিলে সেই, দু-ফোঁটা সিন্‌জানো, শ্রিম্প্‌-কারি,
দেমি-তাস্‌ কফি দু-জনের ? ইচ্ছে হ'লে আইসক্রীম
—কিংবা প্রিয় চীজ্‌ সেই, পাৎলা বিস্কুটে ভালোবাসো—
মস্ত ভোজ নয়, তবু যথেষ্ট ফরাসী আমাদেরি।"
আঁদ্রের হারানো মন সেদিন কী হ'ল আলো তটে
সংসার ঘরের যেন প্রথম জানানি, চুল ওড়া
দু-জনায় হেঁটে যায় বুলভার্ড্‌ পেরিয়ে পার্কের
যেখানে বেলুন-বিক্রি, শুধু তাই নয়, যেতে পথে
ফুলের দোকানে আঁদ্রে সবুজ অর্কিড কিনে ফেলে
লজ্জিত প্রসন্ন লোভে, পরে মোমবাতির আলোয়
রেনেকে পরায় ঐ উপহার ফুল, পিনে এঁটে,
রেস্তরাঁয়— আঙুল চুম্বন ক'রে, নম্র মাথা,— রেনে
সেদিন মর্তের ঘরে মানবীর স্বর্গ-অধিকার
স্নিগ্ধ লঘু বয়সের প্রান্তে ধরে, বন্ধ বেশি কথা
রাত্রির আলোয় ফেরে, হঠাৎ ব্যাকুল রেনে বলে
"অর্কিড গিয়েছে প'ড়ে, চলো ফিরি,"— আঁদ্রে সুনিশ্চয়
দেয় তাকে, "জেনো সে কখনো হারাবে না, ও-রাস্তায়
খোঁজা বৃথা," তবুও রেনের চোখ ছলছল বুক
মানে কি সান্ত্বনা, শেষে করুগেট কালো দরজার
পৌছনো বাড়িতে তারা শুভরাত্রি যাচে পরস্পর
খুশির দু-চোখ আর্দ্র, হাত ধ'রে ফিরে চুপিচুপি
রেনের একটু কথা— "অর্কিড কখনো হারাবে না ॥"

উৎসব

সবই ঘটেছিল সেই যুগ-অনির্বাণ আয়ুকালে
সবই ঘটেছিল
আয়ুকালে, সেইদিন শীতের সকালে
পৃথিবীতে ঘটেছিল, হঠাৎ দরজা খুলে দিল

পাশের পথিক, বলে "বাইরে এসো, এসো দেখো চেয়ে
উৎসব জানো না বুঝি ? বাইরে এসে
দেখো চেয়ে বাজনা-বাজা প্রাণে-সাজা রাঙা রাস্তা বেয়ে
চলেছে মিছিল, এসো, রোদে ঝিলমিল দূর দেশে

দু-মুহূর্ত স্রোতে।" সেই দূর দেশে, আলো স্রোতে নেমে
চোখে চোখ ঠেকে গেল, ব্রিজের পাথর-কাঁপা ধ্বনি
শিঙা ঢাক খঞ্জনির দ্রুত মগ্ন তালে-তালে থেমে
সমুখ বুকের নীলে নিল মুদ্রা, পেয়েছি তখনি

*

সেই মাত্রা-স্পর্শ তার— বহু ভিড়ে— উৎসব মিছিল
যার জ্যোতি আয়োজনে অগণ্য গ্রহের কক্ষে-চলা ;
শুভ্র শাঁখে বাজে কান্না, হাসির করুণা যার মিল,
রাঙা রাস্তা প্রাণে-সাজা, দু-মুহূর্তে সেই কথা বলা—

সবই ঘটেছিল ; সেই মহা-আয়ুকালে
সবই ঘটেছিল
কোনদিন পৃথিবীতে বদ্ধ সেই শীতের সকালে
হোটেলের একা ঘরে, হঠাৎ দরজা খুলে দিল

একমাত্র

এইখানে এই ঘরে এইখানে
পৃথিবীতে আলো-জ্বালা পৃথিবীতে
জালি-করা পথ দিয়ে
এইখানে এই ঘরে

কত ট্রেনে কত দূরে এরোড্রোমে উড়ে থামা
চাঁদনি বাজারে ভিড়ে গিঞ্জার টোকিয়োয়
সিন্‌সি-র দোতলায় ওহায়োর মার্কিনে
লাল বাস্ লণ্ডনে ট্রিনিডাডে ঢাক ঢোল
নীল আঁকা নারকল স্থরিনামে আরো দূর

আলোর টেবিলে বই ঝলমল টুংটাং
পিয়ানোর অঙ্গুলি তন্ময় চোখে-চোখে
কফির চুমুক রুপো নকশার ছবি দোলা
বান্ধবী বন্ধুর হাসি কারা জানলায়
বাহিরে তুষার রাঙা অঙ্গার ঘরে জ্বলে

একাকীর তৃষিতের রৌদ্র বিশ্বঘেরা
কত দূবে কত কাছে
এইখানে আরো দূরে
সংসারে সেবা-হাতে দৃষ্টির পরপার
মেঘ-করা আঙিনায় মর্মর মৃত্যুরে

ভোর নদী শিশুজাগা কাকলির খেলনার
কচি হাসি তারই পাশে শহরের গর্জন
উন্মাদ সৈন্যের আস্মিক পরিহাস
কান্নায় কান্নায় কান্নায়

পাপ-ধোয়া সন্ধ্যার ধূপ ধুনো আরতির
ফিরে-নামা আকাশের চূড়াহীন মন্দিরে
প্রেমের প্রদীপ হাতে দূরে নিয়ে চ'লে যাওয়া
এইখানে এই ঘরে এইখানে
পৃথিবীতে আমাদের—
এসেছিলে ॥

ন্যু ইয়র্ক
১৯৬৩